Vol. 4 | No. 1 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ধ্বনি প্রবাহ (Connected Speech in Bengali)

Volume	4
Issue	1
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	June 15, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i1.1
Pages	1-36
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
ংখ্যা
বর্ষা, ১৩৬৭

Check for updates

বাংলা ধ্বনি প্রবাহ

(Connected Speech in Bengali)

মুহম্মদ আবদুল হাই

এ যাবৎ শব্দ ও বাক্য-অসংলগ্ন পৃথক পৃথক ধ্বনি সম্পর্কেই আমি বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। ধ্বনির ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনায় শব্দের আদি মধ্য ও অন্তে ধ্বনির উচ্চারণের স্বরূপ ও পরিবর্তন সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ ইংগিত করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষার কয়েকটি স্বর এবং গোটা কয়েক ব্যঞ্জনধ্বনিই সে-ভাষার প্রাণ, তার ধ্বনিমূল তথা 'Phoneme' বা 'Phonological Unit' কিন্তু সে ভাষাভাষী মানুষ তার সমাজ জীবন চালু রাখার জন্যে শুধু এ মূল ধ্বনিগুলোরই ব্যবহার করে না। অন্য কথায় ভাষার কয়েকটি মূলধ্বনি সমাজ জীবন রচনা করার প্রধান উপকরণ হলেও কোনো এক বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ স্বাভাবিক জীবন রচনার উপায় হিসেবে মুখ খুললে আমরা যা শুনি তা 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' প্রভৃতি গুটিকতক ধ্বনি নয়, বরঞ্চ ধ্বনির স্রোততরঙ্গ। সে স্রোততরঙ্গগুলোকে অর্থনির্দেশক কতকগুলো ভাগে বিভক্ত করলে এক একটি বাক্য পাওয়া যায়। ছোট হোক, বড়ো হোক এক একটি বাক্যই সমাজ জীবনের বিচিত্র রং রূপ উদঘাটনকারী এক একটি বৃহত্তম একক বা ইউনিট। এ যে কত সত্য তা আমরা লক্ষ্য করি মানবশিশুর ভাষা আহরণের প্রক্রিয়া থেকে। মানুষ কথার সাহায্যে সমাজ জীবনের নানা কায়কারবার করতে গেলে সে যেমন একটা একটা ক'রে ধ্বনির সাহায্যে তা করে না, করে এক একটি বাক্যের সাহায্যে, তেমনি মানব-

শিশুকেও দেখি কথা বলা শুরু করতে না করতে ভাঙাচোরা এক একটি বাক্য ব্যবহার করতে।

বাক্য যেমন ভাষার বৃহত্তম একক, সিলেবল বা অক্ষর তেমনি সে ভাষার নিম্নতম একক। এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে শব্দ। একটি অক্ষর শব্দ হ'তে পারে, একটি শব্দও বাক্য হ'তে পারে। কিন্তু পৃথকভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করলে বৈজ্ঞানিক বিচারগত দিক থেকে ধ্বনিটি যে সংজ্ঞালাভ ক'রে স্বমহিমায় পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে ব্যবহৃত হলে তার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক রূপে তা পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তার পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির কিছু না কিছু গুণ তাতে সংক্রামিত হয়। দ্রুত কথোপকথনে, বক্তৃতায় কিংবা মানবজীবনের নানা আবেগের ধারণক্ষম বাহন হিসেবে মানুষের মুখে ভাষার যখন অনর্গল ধারাস্রোত ছোটে তখন এক একটি বিশিষ্ট ধ্বনি যে কতরূপে পরিবর্তন লাভ করে এবং কতগুণে গুণান্বিত হয় তার স্বরূপ নির্ধারণ করা, তার যাবতীয় বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করা কোনো ধ্বনি-বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। তবু তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রেরা বিচিত্র প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছে। ভাষার স্রোত-তরঙ্গ থেকে নিজেদের সুবিধামতো উদঘাটন করে নিয়ে আসছে বাক্য, শব্দ ও অক্ষর ইত্যাদি। সেগুলো বিশ্লেষণের কতকগুলো ধারা বা পদ্ধতি স্থির ক'রে নিচ্ছে: গবেষণাগারে কাইমোগ্রাফি, প্যালেটোগ্রাফি, স্পেক্টোগ্রাফি ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সাহায্য নিচ্ছে। এ ভাবে নানা পদ্ধতির আবিষ্কার ক'রে ধ্বনিপ্রবাহের রহস্যজাল ছিন্ন করার নানা আয়োজন করা হয়েছে।

এ ভাবে ভাষার বিশ্লেষণ হয়তো বা নিখুঁত হ'য়ে উঠতো কিন্তু কথা একবার বললেই তা ধ্বনি বা আওয়াজ তুলে হাওয়ায় মিশিয়ে যায় বলেই না নানা অসুবিধা। সেজন্যে টেপ রেকর্ডে বা ডিস্কে কথা ধ'রে রেখে তাকে বারবার শোনবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাতে দেখা যায় অনর্গল ধ্বনিস্রোতকে হরফের সাহায্যে লিখে ফেলতে পারলে তার যেমন মোটামুটি বাহ্যিক রূপটি ধ'রে ফেলা যায়, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বিচিত্র গুণের অনুরণন ধরা পড়ে না, তেমনি রেকর্ড ইত্যাদি থেকে বারবার শুনে কি আধুনিক বর্ণনাত্মক ধ্বনিবিজ্ঞানের অধুনাতন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিলে তার তুলনায় এ কথাস্রোতের ব্যঞ্জনার সামান্য কিছু বেশী তথ্য হয়তো উদঘাটন করা যায়—চুলচেরা বিশ্লেষণের সাহায্যে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাবতীয় হদিস উদ্ধার করা যায় না। যায় না বলেই আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের ছাত্রদের মানুষের মুখ-নিঃসৃত কথাস্রোতের সবটুকু তথ্য উদঘাটনে এ বিপুল প্রয়াসের অন্ত নেই।

শব্দ ও বাক্যে ব্যবহৃত হলে বাকপ্রবাহে বাংলা ধ্বনি যেসব বৈশিষ্ট্য (features) অর্জন করে তা হচ্ছে * :—

ক. Contact assimilation তথা ধ্বনির সংস্পর্শগত পরিবর্তন লাভ :—

১। Phoneme এর allophonic variation সৃষ্টি (মূল ধ্বনি থেকে অন্তর ধ্বনির উৎপত্তি)।

২। পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে যে কোনো ধ্বনির (১) আংশিক স্থানচ্যুতি এবং (২) ধ্বনিপ্রকৃতির পরিবর্তন।

৩। ধ্বনির সন্ধি বা সঙ্গতি :—

(১) স্বরসন্ধি বা সঙ্গতি (শব্দান্তর্গত তথা অন্তর্বর্তী সন্ধি)

(২) Glide বা শ্রুতধ্বনির উদ্ভব

(৩) শব্দ শেষ ও শব্দারম্ভের [Word Final এবং Word Initial = F I (fi) বহির্বর্তী সন্ধি]—

(ক) স্বর সন্ধি (স্বর সঙ্গতি : y এবং w prosody)

(খ) ব্যঞ্জন সন্ধি :—পরাগত সমীভবন—দ্বিত্ব ; ধ্বনির অভিনিধান-জাত অসম্পূর্ণ উচ্চারণ, মহাপ্রাণতা লোপ, অঘোষধ্বনির ঘোষতা লাভ, ঘোষধ্বনির অঘোষতাপ্রাপ্তি, স্পর্শধ্বনির উষ্মীভবন, স্বল্পপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণীভবন।

খ. ধ্বনিলোপ ;

গ. আবেগপ্রণোদিত দ্বিত্ব ;

ঘ. অক্ষর ও শব্দের Prosodyগত সামগ্রিকতা :—সামগ্রিক ওষ্ঠ্যীভবন, তালব্যীভবন, মহাপ্রাণীভবন, নাসিক্যীভবন, মূর্ধন্যীভবন।

---

* তুলনীয় : Within speech measure a number of different kinds of phenomena of fusion may be observed. These may be classified under one or more of the following rubrics : (1) Dynamic displacement (2) doubling (3) reduction (4) omission (5) glides. (6) linking, (7) adaptive changes.
Heffner, General Phonetics : Speech sound in context p 175.

ক. ধ্বনির সংস্পর্শগত পরিবর্তন ঃ (অক্ষর ও শব্দের সামগ্রিক সম্পদ) (Contact assimilation)

এ বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার দন্তমূলীয় 'ন,' 'ল' এবং 'শ' প্রভৃতি কয়েকটি মূলধ্বনি (Phoneme)র অবতারণা করা যায়। উল্লিখিত প্রত্যেকটি মূলধ্বনিরই কয়েকটি অন্তরধ্বনি বা allophone আছে। বাকপ্রবাহের নির্দিষ্ট পরিবেশে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-সমন্বয়ে এক একটি মূলধ্বনির এক একটি সদস্য তথা অন্তরধ্বনি ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র নয়। তাই ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে অর্থাৎ দন্ত্য ধ্বনি 'ত' 'থ' 'দ' এবং ধ' এর পূর্বে /সন্তান/, /পন্থা/, /মন্দা/ এবং /সন্ধ্যা/ প্রভৃতি শব্দে দন্তমূলীয় 'ন' এর যথার্থ দন্ত্যরূপের ব্যবহার বিশেষ পরিবেশ-ভিত্তিক নীতিদ্বারা শাসিত বা সীমিত হয়। তেমনি /কুঞ্চি/, /বাঞ্ছা/, /সঞ্জাত/, /ঝঞ্ঝা/ প্রভৃতি শব্দে চ-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় 'ন' এর প্রশস্তদন্তমূলীয় অন্তরধ্বনি 'ঞ' এর এবং /কণ্টক/, /লুণ্ঠন/, /গণ্ডার/ প্রভৃতি শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার দন্তমূলীয় মূর্ধন্য রূপের ব্যবহার সেই একই নীতিজাত নির্দিষ্ট পরিবেশ ভিত্তিক। /আল্তা/ /সল্‌তে/ প্রভৃতি শব্দে ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় মূলধ্বনি 'ল' এর দন্ত্য অন্তরধ্বনি এবং /উল্টো/, /পাল্টা/ প্রভৃতি শব্দে তার দন্তমূলীয় মূর্ধন্য অন্তরধ্বনির ব্যবহার হয়। বাংলার বিশিষ্ট শিসজাত পশ্চাৎ দন্তমূলীয় মূল ধ্বনি 'শ' এর /আস্তে/, /কাস্তে/, /আস্থা/ প্রভৃতি শব্দে ত-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার যথার্থ দন্ত্য অন্তরধ্বনি 'স' এর ব্যবহার এবং /স্পর্শ/, /স্ফুট/, /শ্রী/, /স্নান/, /শ্লীল/, /শ্লেষ/ প্রভৃতি শব্দের শুরুতে প-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে, র-ফলার পূর্বে এবং দন্তমূলীয় 'ন' ও 'ল' এর পূর্বে তার অন্যতম অন্তরধ্বনি অগ্রদন্তমূলীয় (Pre-alveolar) 'স' এর ব্যবহারও এ ধরনের পরিবেশ-শাসিত।

(১) Phoneme : allophone
মূলধ্বনি ও অন্তরধ্বনি

প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার গত রূপান্তরের প্রশ্ন আলোচনা করা যায়। বাংলার প্রত্যেকটি মূল ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্নিহিত (inherent) স্বরধ্বনি হচ্ছে 'অ', কিন্তু বাকপ্রবাহে যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি যে কোনো স্বরধ্বনির সঙ্গেই ব্যবহৃত হতে পারে। 'ঙ' ছাড়া শব্দ-অসংলগ্ন অন্য যে কোনো ব্যঞ্জন-ধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট যেখানে তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির জন্যে গোলাকার

হয় শব্দে অন্যান্য স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট হলে ঠোঁটের আকৃতিও তাদের সহগামী স্বরধ্বনি অনুযায়ী পরিবর্তন লাভ করে। ফলে উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে অসংলগ্ন ব্যঞ্জনধ্বনির যে বর্ণনা করা যায় শব্দে ব্যবহৃত সে ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণস্থান তার সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির প্রভাবে হুবহু আর সে রকম থাকে না। আংশিক পরিবর্তন লাভ করে। এ জন্যে প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি স্থানে প্রতিবারের জন্যই কিছু না কিছু নতুনত্ব তথা পরিবর্তন লাভ করে। যেমন 'কলা' শব্দের 'ক' এবং 'ল,' 'কলু' শব্দের 'ক' এবং 'ল' 'কিলা' শব্দের 'ক' এবং 'ল' এবং 'কিলাকিলি' শব্দের শেষের 'ক' এবং 'ল' মূলধ্বনির দিক থেকে যথাক্রমে 'ক' এবং 'ল' 'Phoneme' এরই অন্তর্ভুক্ত; তবু এ শব্দগুলোর প্রতিটি 'ক' এবং প্রতিটি 'ল' প্রতিবারের উচ্চারণে তাদের উচ্চারণের স্থান থেকে কিছু আগে, না হয় কিছু পাশে, না হয় কিছু পেছনে যাতায়াত করে। বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে তাদের উচ্চারকেরা পরস্পর যে ভাবে সংলগ্ন হয়, জিভ কি তালুর যে অংশে যেমন ভাবে যতটুকু জায়গা তারা ছুঁয়ে যায়, শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণে পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাববশতঃ সেখানে তারা সামান্যতম এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ পরিবর্তন প্রতিটি শব্দের সামগ্রিক উচ্চারণগত তাদের পারস্পরিক সঙ্গতিসূচক পরিবর্তন তথা Contact assimilation* জাত। এ ধরনের পরিবর্তনকে ধ্বনি বিজ্ঞানের পরিভাষায় similitude বা 'সাদৃশ্যীভবন'ও বলা যায়।

(২) ১ ধ্বনির স্থানচ্যুতি

ধ্বনির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিক থেকে মূলধ্বনির (Phoneme) অন্তরধ্বনি বা allophone এর সঙ্গে ধ্বনির আংশিক স্থানচ্যুতিজাত এ সাদৃশ্যীভবনের কিছু পার্থক্য আছে। মূলধ্বনির প্রত্যেকটি সদস্যের জন্যে এক একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ থাকে। এক পরিবেশে যে সদস্যটি উচ্চারিত হয় সে পরিবেশে তার অন্য সদস্য কিছুতেই উচ্চারিত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ মূলধ্বনি 'ল' এর দন্ত্য এবং মূর্ধন্য রূপের কথা উল্লেখ করা যায়। ত-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে 'ল' এলে 'আল্‌তা' প্রভৃতি

---

* Contact assimilation is less perceptible when the sound assimilated are variants of the same phoneme.

Bithell, J., German Pronunciation & Phonology, p. 191 Methuen, London 1952.

শব্দে তার উচ্চারণ দন্ত্যই কিন্তু ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে 'উল্টো', 'পাল্টা' প্রভৃতি শব্দে 'ল' এর যে উচ্চারণ তা পরবর্তী ট-এর জন্যে প্রতিবেষ্টনজাত। 'ল' এর এ দন্ত্য এবং মূর্ধন্য সদস্য দুটির জন্যে তাদের স্থান নির্দিষ্ট আছে। ঠিক তেমনি 'লুচি ভাজ্‌তে হবে', 'ও আমার ভাজ্‌তে হয়', ইত্যাদি শব্দে 'জ' এর যে উচ্চারণ তা ইংরেজী 'z' এর মতো অর্থাৎ স্পৃষ্ট নয়, ঘৃষ্ট। বাংলায় প্রতিটি মূল ধ্বনির 'সহ'

allophone : similitude

কি 'অন্তরধ্বনি' যদিও বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবজাত এবং সে কারণেই ধ্বনির সাদৃশ্যীভবনের গণ্ডীভূত তবু ভাষায় এদের স্থান নির্দিষ্ট থাকে ব'লে ধ্বনিস্রোতোদ্রিক্ত সাধারণ ধ্বনিসাদৃশ্যীভবনের আওতাভুক্ত এরা নয়। অবিরাম ধ্বনিস্রোতের মধ্যে পড়ে এক একটি ধ্বনি তার পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে যে আংশিক পরিবর্তন লাভ করে সে পরিবর্তনগত সাদৃশ্যীভবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রতিটি নতুন পরিবেশ থেকেই করতে হবে।

ধ্বনির এ সাদৃশ্যীভবন ধ্বনিসম্মিলনের সেই একই নীতি euphonic combination তথা assimilation বা সন্ধি, ধ্বনি-সমন্বয় বা সঙ্গতি এমন কি শেষ পর্য্যন্ত সেই Prosody তথা ধ্বনির সামগ্রিকতারই অন্তর্ভুক্ত। নীতি একই শুধু ক্ষেত্রবিশেষে এদের ধ্বনিসঙ্গতি:—স্বরসঙ্গতি, ব্যঞ্জনসন্ধি প্রভৃতি নামকরণ করা হয়। উচ্চারণের শারীরগত কারণ—সৌকর্য ও সৌন্দর্যই এর একমাত্র লক্ষ্য।*

আমরা কি সব সময়ে একই ষ্টাইলে কথা বলি? না, কথা বলার সময়ে ধ্বনি উৎপাদন ও নির্গমনে আমাদের সার্বভৌম অধিকার থাকে? অনেক সময়ে দেখা যায় যে কথা বলতে চাইনি রোধ করতে না করতে হঠাৎ মুখ দিয়ে তা যেন বের হ'য়ে গেছে। পৃথক ভাবে ধ্বনি উচ্চারণে যে রং রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি ধ্বনি স্বমহিমায় পরিস্ফুট হয়, ধ্বনির অনর্গল ধারাস্রোতে সময়ে সময়ে আশ্চর্যভাবে তার রূপ ও চরিত্র বদলে যায়। একই শব্দে কিংবা একশব্দের

---

* The Phonetic principles in each case are the same, for, these adaptive changes are almost exclusively the result of neuromotor adjustments to promote facility of movement and economy of effort.

Heffner : Ibid, p 189

শেষ ও অন্য শব্দের প্রারম্ভে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোতে এ পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শব্দের গোড়াতে স্বাভাবিক ভাবেই যে স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্পৃষ্ট (plosive), দ্রুত কথোপকথনে কিংবা বক্তৃতায় সেই ধ্বনিটির আন্তঃস্বরীয় উচ্চারণ উষ্ম (fricative) কিংবা ঘর্ষণহীন প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তুলনীয় 'বালক' এবং 'নাবালক' শব্দের 'ব', 'ফাল' এয়ং লাফালাফি' শব্দের 'ফ', 'ভালো' এবং 'দুর্লভ' শব্দের 'ভ' ধ্বনি।

(২) ২.
ধ্বনিপ্রকৃতির পরিবর্তন :
ধ্বনিস্রোতগত উষ্মীভবন :
প্রলম্বীভবন

এখানে 'ব' 'ফ' এবং 'ভ' তিনটিই ওষ্ঠ্যস্পর্শ (bilabial plosive) ধ্বনি কিন্তু 'নাবালক' শব্দের 'ব' এবং 'লাফালাফি' শব্দের আন্তঃস্বরীয় 'ফ' ক্ষেত্রবিশেষে দন্ত্যোষ্ঠ (labio dental) কিম্বা ওষ্ঠ্য (bilabial) উষ্মধ্বনি (fricative) কিংবা স্পর্শহীন প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনিতে পরিণত হ'তে পারে। 'দুর্লভ' শব্দের হসন্ত 'ভ'-ও ক্ষেত্রবিশেষে দন্ত্যোষ্ঠ ঘর্ষণজাত তথা উষ্মধ্বনি (v) তে পরিণত হ'তে পারে। ধ্বনিস্রোতে 'ফুল' (phul) কারো মুখে (খেয়াল করলে এমন কি নিজের মুখেও) অনেক সময় 'ফুল' (ful) শোনা যায়। প-বর্গীয় তথা ওষ্ঠ্যধ্বনিতেই এ পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। অন্যবর্গীয় ধ্বনি যে এ পরিবর্তনের বহির্ভূত তা নয়। এ কারণেই 'কালী পূজা'র উচ্চারণ যে-কারুর মুখে (বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক উচ্চারণে) 'খালী ফুযা', হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

পার্শ্ববর্তী দুই শব্দের বা শব্দাংশের স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে আমাদের বৈয়াকরণরা স্বরসন্ধি আখ্যা দিয়েছেন। 'যাতায়াত' (সং/যাত+আয়াত), বিদ্যালয় (বিদ্যা+আলয়), প্রত্যুপকার (প্রতি+উপকার) প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের সন্ধির নানা সূত্রেরও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের সন্ধিজনিত শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি এবং সন্ধি সৃষ্টি হলে তার একটা সূত্র তথা Phonetic law বা নিয়মও থাকে, তবু স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে বাংলা ব্যাকরণগুলোতে সন্ধির যে অধ্যায় তা সংস্কৃতের শাসনানুগ এবং সংস্কৃত উদাহরণই সেখানে মুখ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। মৌখিক বাংলার বহু শব্দে স্বরসন্ধি যে আশ্চর্যভাবে ক্রিয়াশীল তার দুচারটি উদাহরণও আমাদের কোনো বৈয়াকরণকে দিতে দেখলাম না। মৌখিক বাংলার অগণিত শব্দের ভেতরেই স্বরসন্ধি কত বিচিত্রভাবে যে সঙ্গতি সৃষ্টি করেছে তার দৃষ্টান্ত এ ভাবে তুলে ধরা যায়:—

ধ্বনিসঙ্গতি : সন্ধি

৩/১ (ক) পরবর্তী স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি

[Prosody of (Regressive) Vowel Harmony]

(১) পরবর্তী syllable বা অক্ষরে 'ই', 'উ,' 'য' ফলা, কিংবা 'জ্ঞ' (গ্যঁ), 'ক্ষ' (খ্য) থাকলে পূর্ববর্তী 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' তে পরিবর্তিত হয়। 'ই' এবং 'উ' সংবৃত স্বরধ্বনি আর 'অ' অর্ধ-বিবৃত। স্বরধ্বনি সংবৃত স্বরধ্বনির পূর্বে বিবৃত কি অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা যে যায় না তা নয়। কিন্তু উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্য 'ই', 'উ' প্রভৃতি সংবৃত স্বরধ্বনিগুলো পূর্ববর্তী বিবৃত কি অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনিকে এক ধাপ উঠিয়ে নিয়ে অর্ধসংবৃত ক'রে কাছাকাছি ক'রে নেয়। এ জন্যে অ+ই এবং অ+উ জনিত শব্দের অ>ও-র পরিবর্তন বাংলা বানানে আমরা না দেখলেও ধ্বনিস্রোতে আমাদের মুখে অতি>ওতি, কর্তৃক>কোর্তৃক, কল্য>কোল্লো, কলু>কোলু, গরু> গোরু, গদ্য>গোদ্দো, চলুন>চোলুন, জরু>জোরু, দৈবজ্ঞ>দোই-বোগ্‌গোঁ, পথ্য>পোত্‌থো, পদ্য>পোদ্দো, বলুন>বোলুন, বক্ষ>বোক্‌খো, মতি>মোতি, মলুম>মোলুম, মরু>মোরু, যক্ষ>যোক্‌খো, যকৃত>যোকৃত, রতি>রোতি, রক্ষ>রোক্ষ, লক্ষ>লোক্‌খো, সত্য>সোত্‌তো, সরু>সোরু রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু 'ই' কিংবা 'উ' এর পূর্ববর্তী 'অ' না-অর্থে ব্যবহৃত হলে তা 'ও'য়ে পরিবর্ত্তিত হয় না ; যেমন অধীর, অসুখ, অন্যায়, অজ্ঞ, অক্ষম ইত্যাদি।

(২) পরবর্তী syllable বা অক্ষরে 'আ', 'এ', 'ও', 'অ' থাকলে পূর্ববর্তী অক্ষরের 'ই'-কার 'এ'-তে পরিবর্তিত হয়। এর কারণ: 'আ' বিবৃত স্বরধ্বনি, 'এ' সম্মুখ অর্ধ-সংবৃত, 'ও' পশ্চাৎ অর্ধ-সংবৃত এবং 'অ' পশ্চাৎ অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি আর 'ই' সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি। এদের যে কোনোটির আগে সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি 'ই'-র উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে ; ফলে 'ই' একধাপ নেমে এসে অর্ধ-সংবৃত 'এ' ধ্বনিরূপে পরবর্তী এ স্বরধ্বনিগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি সৃষ্টি করে, যেমন ই+আ=এ+আ—কিতাব>কেতাব, খিতাব>খেতাব, গিলা>গেলা, বিড়াল>বেড়াল, মিঠাই>মেঠাই, লিখা>লেখা, শিয়াল>শেয়াল ; ই+এ= এ+এ—গিলে>গেলে, মিলেনা>মেলেনা ইত্যাদি। সংস্কৃত দীপবর্তিকা>প্রাকৃত দীবুবট্টিআ>প্রাচীন বাংলা দীঅটী>দেঅটী>দেওটী>দেউটী (অ-কারের প্রভাবে দী>অক্ষরের ই-কার 'এ' হয়েছে। পরে 'টী' এর ঈ-কারের প্রভাবে আগের ও-কার উ-তে উন্নীত হয়েছে।)

(৩) পরবর্তী অক্ষরে 'আ', 'এ', 'ও', 'অ' থাকলে পূর্ববর্তী 'উ'কারের উচ্চারণ 'ও' হয়। এখানেও অপেক্ষাকৃত বিবৃত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী পশ্চাৎ-সংবৃত স্বর-ধ্বনিকে টেনে একধাপ নীচে নামিয়ে দিয়ে পশ্চাৎ অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনিতে পরিণত করে, যেমন ঃ— উ+আ=ও+আ—গুনাহ>গোনাহ, শুনা>শোনা ; উ+এ=ও+এ—শুনে>শোনে ; উ+ও=ও+ও—শুনো>শোনো ইত্যাদি।

(৪) পরবর্তী অক্ষরে 'আ', 'এ', 'ও', 'অ' থাকলে পূর্ববর্তী এ-কারের উচ্চারণ তির্যক 'এ' অর্থাৎ 'এ্যা'তে পরিণত হয়, যেমন ঃ—

এ+আ=এ্যা+আ=দেখা>দ্যাখা, খেলা>খ্যালা, একা>অ্যাকা ;

এ+এ=এ্যা+এ=খেলে>খ্যালে, দেখে>দ্যাখে ;

এ+ও=এ্যা+ও=দেখো>দ্যাখো ;

এ+অ=এ্যা+ও=দেখ>দ্যাখো, কেন>ক্যানো, হেন>হ্যানো কিন্তু পরে ই, উ থাকলে পূর্ববর্তী 'এ'র উচ্চারণ অবিকৃত থাকতে পারে, যেমন ঃ—

এ+ই=এ+ই, দেখি, ঢেঁকি, মেকি ইত্যাদি,

এ+উ=এ+উ, দেখুক, ফেলুক, মেলুক ইত্যাদি।

কিন্তু সাধারণত দেখা যায় পরবর্তী অক্ষরে 'ই' 'উ' থাকলে পূর্ববর্তী 'এ'কে টেনে তারা এক ধাপ ওপরে তুলে সংবৃত 'ই'তে উন্নীত ক'রে সঙ্গতি রক্ষা করে, যেমন ঃ—

এ+ই=ই+ই, লেখি>লিখি, দেখি>দিখি, দেশী>দিশি, দেই>দিই ;

এ+উ=ই+উ, মেল্লুক>মিলুক ;

(৫) পরবর্তী অক্ষরে আ, এ, ও, অ থাকলে পূর্ববর্তী ও-কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে কিন্তু ই, উ থাকলে ও-কার পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'তে উন্নীত হয়ে সঙ্গতি সৃষ্টি করে, যেমন ঃ—

ও+আ=শো+আ>শোয়া,

ও+এ=শো+এ>শোএ, শোয়,

ও+ও=শো+ও>শোও

কিন্তু—

ও+ই=উ+ই, শো+ই>শোই>শুই, ঘোড়া+ঈ>ঘোড়ী>ঘুড়ী

ও+উ=উ+উ, শো+উক>শু'ক

পরে য-ফলা থাকলে, য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের প্রভাবে আগের অক্ষরের ও-কারও বিশেষ ক'রে চলতি ভাষায় উ-কারে পরিণত হয়, যথা ঃ—

যোগ্য=যোগ্ ইয়>যুগ্যি, পোষ্য>পোষ্ ইয়>পুষ্যি ইত্যাদি।

(৬) তিন বা তিনের অধিক অক্ষরের শব্দের শেষ স্বরধ্বনিটি ই (ঈ) হ'লে উক্ত শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিতীয় অক্ষরের 'আ' অথবা 'অ' পশ্চাৎসংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'তে উন্নীত হয়ে স্বরসঙ্গতির সৃষ্টি করে, যেমন :--

উড়ানি > উড়ুনি, নিড়ানি > নিড়ুনি, পিটানি > পিটুনি, কুড়ালী > কুড়ুলী, চিরনি > চিরুনি

এবং র াঁধনি > র াঁধুনি, চালনি > চালুনি, এখন + ই = এখনি > এখুনি, চাকরী > চাকুরী, মাদলী > মাদুলী।

৩/১ (খ) পূর্ববর্তী স্বরের সহিত পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি

Prosody of (Progressive) Vowel harmony

(১) শব্দের শুরুতে 'ই' থাকলে তার প্রভাবে শব্দের শেষ অক্ষরের বিবৃত স্বরধ্বনি আ-কার 'ই'র সন্নিকটবর্তী অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি 'এ'তে পরিবর্তিত হয়, যেমন :—

ই + আ > ই + এ, বিলাত > বিলেত, হিসাব > হিসেব, পিপা > পিপে, ফিতা > ফিতে, বিকাল > বিকেল, নিশান > নিশেন, ছিলাম > ছিলেম, দিলাম > দিলেম ইত্যাদি। ছিলেম, দিলেম আবার 'ছিলুম', 'দিলুম'এ যে পরিণত হয়েছে, তাও পূর্ববর্তী সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি 'ই'এর প্রভাবে। পরবর্তী অর্ধসংবৃত 'এ' পূর্ববর্তী সংবৃত স্বরধ্বনির প্রভাবে পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'তে পরিণত হয়ে গেছে।' আবার 'ই' কোন উৎপাত করেনি, বিরল হলেও এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই, যেমন :—বিচার, নিবাস, কৃষাণ, পিশাচ ইত্যাদি।

(২) 'ই' কিংবা 'উ' এর পরে 'ও' থাকলে সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি 'ই' কিংবা পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধবনি 'উ' তার পার্শ্ববর্তী 'ও'কে পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'তে পরিণত ক'রে সঙ্গতি সৃষ্টি করে। হালআমলে এ ধরনের উচ্চারণ একটা ফ্যাশানের অন্তর্গত, যেমন :—চিবোতে > চিবুতে, ঘুমোতে > ঘুমুতে, ডুলোনো > ডুপুনো, ভুলোনো > ভুলুনো ইত্যাদি।

এ-ছাড়া উ-কারের ধ্বনি তার পরবর্তী অক্ষরেও প্রতিধ্বনিত হ'তে পারে, যেমন :—কুণ্ডুলি, রুদ্দুর, পুত্তুর, মুণ্ডু, কুণ্ডু, শুদ্দুর ইত্যাদি।

(৩) শব্দের শুরুতে 'উ' (ঊ)-কার থাকলে তার প্রভাবে শব্দ শেষের বিবৃত স্বরধ্বনি 'আ'কার পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'-কারের সন্নিকটবর্তী অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি 'ও'কারে পরিণত হ'য়ে সঙ্গতি সৃষ্টি করে, যেমন :—

উ + আ > উ + ও, পূজা > পূজো, রূপা > রূপো, খুড়া > খুড়ো, মূলা > মূলো, হুঁকা > হুঁকো, ধূলা > ধূলো, জুয়া > জুয়ো, তূলা > তূলো, শূয়ার > শূয়োর, কুমার > কুঁমোর, ছুতার > ছুতোর।

(৪) দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে 'অ' যদি শেষাক্ষর গঠন করে এবং সেটি যদি বদ্ধাক্ষর হয় তা'হলে উক্ত শব্দের শেষাক্ষরের এই 'অ' ধ্বনি সাধারণত 'ও'তে কিংবা ঈষৎ ও-কারবৎ ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়, যেমন ঃ—

বালঅক > বালোক, রতন > রতোন, যতন > যতোন, কাঁদন > কাঁদোন, মাতম > মাতোম, বেদন > বেদোন, জঙ্গল > জঙ্গোল, ভজন > ভজোন, মোরগ > মোরোগ, ডবল > ডবোল, নিয়ম > নিয়োম ;

ঈষৎ ও-কারবৎ উচ্চারণ হয়—গৌরব > গৌরঅব, সৌরভ > সৌরঅভ প্রভৃতি শব্দে।

ওপরে উদ্ধৃত একই শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনিতে সঙ্গতি ছাড়াও বাংলায় দূরবর্তী স্বরসঙ্গতির দৃষ্টান্তও দেখা যায়। বাংলায় নির্দেশ ও স্বল্পতাবাচক প্রত্যয় টা, টি, টে, টো, খানা, খানি, টু, টুক্, টুকু, গাছা, গোছা, গাছি। শব্দের শেষে এরা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যে শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয় তার প্রথম ধ্বনির সঙ্গে এরা এক আশ্চর্য সঙ্গতি সৃষ্টি করে। এটিই নিয়ম। অন্যরকম উচ্চারণ করলে সব চলার মতো তা চলে যায় সত্যি কিন্তু শব্দ ও বাক্যের শ্রুতি ও সামগ্রিক ছন্দোগত (Prosodic) সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে না, যেমন ঃ—

দূরান্বয় জনিত স্বরসঙ্গতি

এক + টা > হবে 'এ্যাকটা'। এর 'একটা' উচ্চারণ শ্রুতিকটু শোনাবে। এখানে 'টা' এর আকারের প্রভাবে 'এক' এর 'এ' 'এ্যা'তে পরিণত হ'য়ে দূরবর্তী স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি করেছে। তেমনি এক + টি > হবে 'একটি', এ্যাকটি নয়। তিনটা > তিনটে, চারটা > চারটে > চাট্টি, দু'টা > দুটি, দুটো।

এক + টু > হবে 'একটু,' এ্যাকটু নয়।

এক + টুকু > হবে 'একটুকু'।

এক + খানা > এ্যাকখানা, একখানা নয়।

একটু + খানি > একটুখানি, এ্যাকটুখানি নয়।

এক + গাছা > এ্যাকগাছা, একগাছা নয়।

এক + গাছিও তেমনি > এ্যাকগাছিই, একগাছি নয়।

সৌন্দর্য ও শ্রুতি মাধুর্যের দিক থেকে এগুলো বাংলা ভাষায় দূরবর্তী স্বরসঙ্গতির দৃষ্টান্ত। এবং আমার তো মনে হয় এগুলো বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উচ্চারণ।

শব্দের মধ্যে বিশেষত দ্বিতীয় (কি তৃতীয়) অক্ষরে 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনি থাকলে সেই 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনিকে কথ্যবাংলায় প্রথম অক্ষরে উচ্চারণ ক'রে ফেলার একটা রেওয়াজ বাংলা ভাষার মধ্যযুগ থেকেই প্রচলিত আছে। এ রীতিকে অপিনিহিতি (Epenthesis) বলা হয়, যেমন 'ই' দিয়ে—

রাতি (rati) > রাইত, রা'ত ; রাখিয়া (rakhiya) > রাইখা, রাইখ্যা ; কাঁচি (kachi) > কাঁইচি ; আলিপনা > আইলপনা > আ'লপনা ; কালি > কাইল > কা'ল ; গাঁঠি > গাঁইঠ ; জালিয়া > জাইলা, জাইল্যা ; করিয়া > কইরা ইত্যাদি।

'উ' দিয়ে, যেমন ঃ—

সাধু (sadhu) > সাউধ > সাইধ ; জলুয়া (jalua) > জউলুয়া ; দদ্রু > প্রাকৃত দদ্দু > দাদ্রু > দাউদ > দা'দ ; কামরূপ > কাঁব্রু > কাঁবুউর > কাঙুর।

স্বরধ্বনির অপিনিহিতিকে এক ধরনের আভাসাত্মক স্বরাগম কিংবা ধ্বনি বিপর্যয়ও বলা চলে। চলতি বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের এ রূপটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভাষাতত্ত্বালোচনার পর্যায়ভুক্ত। ধ্বনি পরিবর্তনের এ রূপটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় শুরু হয়। পূর্ব বাংলার বহু উপভাষায় গ্রামাঞ্চলে অপিনিহিতি এখনও পূর্ণ কি ভগ্নরূপে সমানভাবে বিদ্যমান। পরবর্তী স্বরধ্বনি পূর্বাক্ষরে পূর্ণভাবে উচ্চারিত হ'লে তাকে আমি পূর্ণ অপিনিহিতি বলতে চাই, যেমন কালি > কাইল, বর্তমান যুগে পুরোপুরি 'কাইল' ভাবে উচ্চারিত না হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে আকারের পর 'ই' তার আভাসরেখে কা'ল হিসেবে উচ্চারিত হয়। এ ধরনের উচ্চারণকে ভগ্ন বা অর্ধ অপিনিহিতি বলা যায়।

ভাষার বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণে শব্দের ভিতরে যে স্বরসঙ্গতি বা স্বর-সমন্বয়ের কথা বলেছি অপিনিহিতি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু পশ্চিম বাংলার চলিত উপভাষা তথা উভয় বাংলার শিষ্ট উচ্চারণে অপিনিহিত স্বরের পুরবর্তী পরিবর্তনটি আশ্চর্য-ভাবেই এর আওতাভুক্ত। পরবর্তী অক্ষরের স্বরধ্বনি 'ই' বা 'উ' স্থানচ্যুত হ'য়ে পূর্বাক্ষরে এসে অপিনিহিতির সৃষ্টি করলে তার পার্শ্ববর্তী পূর্বস্বরের সঙ্গে মিশে উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য নতুন সন্ধিস্বরের সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট উচ্চারণে অপিনিহিত স্বর একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে তার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন—দদ্রু > দাউদ > দা'দ—শেষে হয়েছে দাদ ; কিংবা তণ্ডুল > চাউল শেষে হয়েছে চাল, কিংবা রাতি > রাইত > রা'ত হয়েছে 'রাত'। কিন্তু যেখানে অপিনিহিত স্বর পূর্ববর্তী

স্বরের সঙ্গে মিশে সন্ধির সৃষ্টি করেছে সে সন্ধি তথা স্বরসমন্বয় বা সঙ্গতি এসেছে সাধারণ স্বরসঙ্গতির পথ ধরেই। যেমন :—

(১) অ + ই + অ > অ' = ও + ও : চলিল > চইল্ল > চ'ল্ল = চোল্লো ; নড়িল > নইড়্ল > ন'ড়্ল = নোড়লো ; বলিব > বইল্ব > ব'ল্ব, ব'লবো = বোলবো ; ধরিব > ধ'রবো = ধোরবো ; করিব > কইরব > কোরবো ; লক্ষ্য = লখ্য = লক্খিয় > লোকখো ইত্যাদি।

(২) অ + ই + আ বা এ > অ' = ও + এ : বলিয়া > বইল্যা > ব'লে = বোলে ; ধরিয়া > ধইরা > ধ'রে = ধোরে ; করিয়া > কইর‍্যা > ক'রে = কোরে ; বলিলে > বইল্লে > ব'ললে = বোল্লে ইত্যাদি।

(৩) আ + ই + অ বা ও > এ + ও : সংস্কৃত অবিধবা > (প্রাকৃত) অবিহবা > (অপভ্রংশ) অইহঅ > (পুরানো বাংলা আইহ) আইঅ, আয়া > এও, এয়ো ; রাখিহ, রাখিও > রাইখ্যো ; খাইহ > খেয়ো, খেও।

(৪) আ + ই = এ + ই ; কোঁচি > কাঁইচি > কেঁচি,

(৫) আ + ই = এ : রাতি > রাইতি > রেত ; কালি > কাইল > কেল ; গ্রন্থি > গন্ঠি > গাঁইঠ > গেঁঠ।‡

(৬) আ + ই + আ > এ + এ : রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে ; থাকিয়া > থাইক্যা > থেকে ; মাতৃকা > মাইয়্যা > মেয়ে ; চাহিয়া > চাইয়্যা > চেয়ে ; আসিয়া > আইস্যা > এসে ; বাছিয়া > বাইছ্যা > বেছে ; পানিহাটী > *পাইনহাটী, *পাইনাটী > পেনেটী ; লাঠি + ইয়াল > লেঠেল ; বালি + ইয়া > বেলে ; মাটি + ইআ > মেটে ; জাল + ইয়া > জেলে।

(৭) অ, আ, ই, উ, এ বা ও + আই + আ > যথাক্রমে অ' = ও, আ, ই, উ, ই, উ + ই + এ : বলাইয়া > ব'লিয়ে = বোলিয়ে ; নাচাইয়া > নাচিয়ে, ডিঙাইয়া > ডিঙিয়ে ; শুখাইয়া > শুখিয়ে ; দেওয়াইয়া = (দেআইয়া) > দিইয়ে ; শোয়াইয়া > শুইয়ে'।

(৮) অ + ইয়া + ই > অ' = ও + এ + ই : করিয়াছি > ক'রেছি > (কোরেছি) ; বসিয়াছিল > ব'সেছিল।

(৯) অ, আ, আই, ই, উ, এ, ও + অ + ইয়া > যথাক্রমে অ' = ও, আ, এ, ই, উ, ই, উ + উ + এ ; নগরিয়া > ন'গুরে, নগুরে'(নোগুরে) ; শহরিয়া >

‡ তুলনীয় আলালের ঘরের দুলালের ঠকচাচার ভাষা।

শহুরে'; চন্দরিয়া > চন্দুরে' (চোন্দুরে); কান্দনিয়া > কাঁদুনে ; বাইগনিয়া > বেগুনে' ; লিখনিয়া > লিখুনে ; জুড়ানিয়া > জুড়ুনে ; কোঁদল + ইয়া > কুঁদুলে। গোবর + ইয়া > গুবরে ; বাদল + ইয়া > বাদুলে, এমনিতরো নাটুকে, মাতুনে, কাঠুরে, সাপুড়ে, হাটুরে, ঘেসুড়ে ইত্যাদি।

(১০) অ + উ + আ > অ = ও + ও : জলুয়া > জ'লো = জোলো ; পটুয়া > প'টো = পোটো ইত্যাদি।

(১১) আ + উ + আ > এ + ও : সাথুয়া > সাউথুআ > সাইথুয়া > সেথো ; গাছুয়া > গেছো ; মাছুয়া > মেছো ; চারু > চারুআ (অনাদরে) > চেরো ; মাধু > মাধুআ (অনাদরে) > মেধো।

ওপরের নিয়ম এবং উদাহরণগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিলে দেখা যাবে অপিনিহিত 'ই'কার এবং 'উ'কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ-কার স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে ও-কারে পরিণত হয়েছে (যেমন : ধইরা > ধরিয়া > ধোরে ; পটুয়া > পোটো) আর আকার রূপ নিয়েছে এ-কারে (যেমন : বাছিয়া > বাইছ্যা > বেছে ; মাতৃকা > মাইআ > মেয়ে)।*

দুই কি ততোধিক অক্ষরবিশিষ্ট মূল শব্দের শেষে এসে ইয়া, ইয়ে, ইলে, ইতে প্রভৃতি প্রত্যয় যখন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তখন তাদের দেখা যায় শব্দের শেষপ্রান্তে ব'সে শব্দগুলোর প্রথম অক্ষরের স্বরধ্বনিগুলোকে অভিনব কৌশলে পরিবর্তন ক'রে এক নতুন ধ্বনিমাধুর্য ও ছন্দোস্রোত সৃষ্টি করতে। অভিশ্রুতিজনিত এ স্বরসঙ্গতি চলিত বাংলা ভাষার শুধু যে বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক তা নয়, এ রকম ক্ষেত্রে এ স্বরসঙ্গতি শব্দের একটা দূর বিস্তৃত সামগ্রিক ছন্দোশ্রী (Prosodic)-গত উৎকর্ষেরও পরিচায়ক।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভাষা আলোচনায় একই শব্দের বিবর্তনের ইতিহাসে তার পূর্বের স্তরের তুলনায় পরবর্তী স্তরের রূপ বিশ্লেষণে এক ধ্বনির ওপরে আর এক ধ্বনির প্রভাব স্বীকার করা হয়। যেমন হিসাব > হিসেব ; ঐতিহাসিক

---

* স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতির সূত্র ও উদাহরণগুলো প্রধানত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ,' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪২, পৃঃ ৯৫-১০৫ এবং অংশত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা পরিচয়' রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬শ খণ্ড, ৪০৮-৪১৭ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে এখানে পরবর্তী 'হিসাব' শব্দের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি 'ই'র প্রভাবে পরবর্তী 'আ' 'এ'তে পরিবর্তিত হয়েছে। /ভুলানো/ শব্দটির পরবর্তী স্তরের রূপ/ভুলুনো/তেও তেমনি পূর্ববর্তী 'উ'কারের প্রভাবে পরবর্তী 'আ'কার 'উ'কারে পরিবর্তিত হয়েছে।

বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান শব্দের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা না ক'রে যে-কোনো একটি স্তরেরই বিশ্লেষণ করে। এ ভাষাবিজ্ঞান /হিসাব/ /হিসেবে/ পরিণত হয়েছে একথা না বলে /হিসাব/ /কিংবা/ /হিসেব/ এর যে-কোনো একটি রূপের সামগ্রিক শব্দ সম্পদ (word property) বিশ্লেষণ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বরসঙ্গতি পর্যায়ে এ যাবৎ যে-সব উদাহরণ দিয়েছি তার বিশ্লেষণ করলে বাংলা শব্দাক্ষরগুলোকে আমরা প্রধানত এ ভাবে সাজাতে পারি ঃ—

১। সংবৃত অক্ষরের (close syllable) পর সংবৃত অক্ষরের (close-syllable) ব্যবহার, যেমন ঃ—শিশি, মিশি, নিশি, দিশি, ঘুড়ি, মুড়ি, মুছি, মুঠি, ঘুমুনো, ভুলুনো, ঢুলুনো ইত্যাদি।

২। সংবৃত অক্ষরের (close syllable) পর অর্ধসংবৃত অক্ষরের (half close syllable) ব্যবহার, যেমন ঃ—বিলেত, পিপে, ফিতে, বিকেল, হিসেব, পুজো, খুড়ো, মুড়ো, ঢুলুনো, ভুলুনো, ঘুমুতে ইত্যাদি।

৩। অর্ধসংবৃত অক্ষরের (half close syllable) পর সংবৃত অক্ষরের (close syllable) ব্যবহার, যেমন ঃ—দেখি, মেকি, ঢেঁকি, ফেলুক, মেলুক, দেউটি, ওতি, মোতি, রোতি, কোলু, গোরু, মোরু, জোরু একটু, একটি ইত্যাদি।

৪। অর্ধসংবৃত অক্ষরের (half close syllable) পর অর্ধসংবৃত অক্ষরের (half close syllable) ব্যবহার, যেমন ঃ—মেয়ে, নেয়ে, খেয়ে, দেয়ে, গেয়ে মেছো, মেথো, চেরো, গেছো, গোদ্দো, পোদ্দো, সোদ্দো, মোদ্দো, পোটো ইত্যাদি।

৫। অর্ধ বিবৃত অক্ষরের (half open syllable) পর বিবৃত অক্ষর (open syllable) এর ব্যবহার, যেমন ঃ—দ্যাখা, ন্যাকা, এ্যাকা, এ্যাকটা ইত্যাদি।

৬। বিবৃত অক্ষরের (open syllable) পর বিবৃত অক্ষরের (open syllable) ব্যবহার, যেমন ঃ—গাধা, রাধা, সাদা, মাদা, খাঁদা, কাটা, মাঠা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে একই শব্দে পার্শ্ববর্তী অক্ষরগুলোর পারস্পরিক সঙ্গতিজনিত রূপ তাদের সামগ্রিক সম্পদ তথা prosody-গত।

বাক্যধ্বনির স্রোততরঙ্গ মূলত ভাষার মূলধ্বনি (phoneme) এবং শ্রুতধ্বনির সমন্বয়ে উদ্ভূত হয়।* মূল ধ্বনিগুলোর প্রত্যেকটিরই একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থান এবং পদ্ধতি রয়েছে। শ্রুতধ্বনির তেমন নির্দিষ্ট স্থান ও প্রক্রিয়া নেই। ধ্বনি মানুষের মুখে কথা হয়ে ফুটে উঠলে সেগুলো একটা একটা ক'রে পৃথকভাবে উচ্চারিত হয় না।

৩/২, ধ্বনিস্রোতের মধ্যবর্তী শ্রুতধ্বনি বা glide.

ভাষা লিখিত হলে পাশাপাশি দুই শব্দের মধ্যে যে inter word space বা ব্যবধান থাকে মুখের কথায় এক শব্দের মধ্যেকার পার্শ্ববর্তী ধ্বনিগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারিত হওয়াতো দূরের কথা, এহেন দুটি শব্দও বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয় না দেখে দুই শব্দের মধ্যেকার সেই লেখ্য ব্যবধানও সেখানে দূর হ'য়ে যায়। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধা অসুবিধা এবং ভাব-দ্যোতকতার দিক থেকে মাঝে মাঝে ধ্বনিস্রোতে বিরাম ও ছেদ পড়ে। সেজন্যে ছেদ ও বিরাম প্রভৃতি বিরতি চিহ্ন পড়বার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের মুখে ধ্বনিগুলো কোনোটা বা থেঁতলে যায়, কোনোটো তার স্বরূপ বদলায়, কোনোটা বা পড়েই যায়। আর এক শব্দের দুই ধ্বনির মাঝখানে কিংবা এক শব্দের শেষ এবং পরবর্তী শব্দ শুরু হওয়ার পূর্বে উচ্চারকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে লেগে অতিরিক্ত নতুন ধ্বনির সৃষ্টি করে। এ ধরনের নতুন ধ্বনিগুলোর নামই glide তথা শ্রুতধ্বনি।

শ্রুতধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্জনজাতীয় দুরকমেরই হ'তে পারে। বর্ণনাত্মক ভাষা বিশ্লেষণে শ্রুত ব্যঞ্জনধ্বনি (যেমন বৈদিক 'সূনর' 'উত্তম নর' অর্থে [সূ-ন্ অর > সংস্কৃত সুন্দর] কিংবা সংস্কৃত 'বানর' থেকে প্রাচীন বাংলায় বান্দর) 'দ' আর শ্রুতধ্বনি হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। এ 'দ' শ্রুতধ্বনি হিসেবে উদ্ভূত হ'য়ে এ শব্দগুলোতে টিকে গেছে এবং সেজন্যে শব্দগুলোর একটি নিয়মিত ধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা কথাবার্তায়, বক্তৃতায়, কবিতা আবৃত্তিতে কিংবা গানে যথার্থ শ্রুত-স্বরধ্বনি লক্ষ্য করা যায় একই শব্দের মধ্যেকার পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনি মিলে দ্বৈতস্বর সৃষ্টি না করলে, তাদের মধ্যেকার-ব্যঞ্জনের অভাবজনিত

---

* Spoken language consists of succession of sounds emitted by the organs of speech and the succession of sounds are composed of (1) speech sounds proper and (2) glides.—Daniel Jones, English Phonetics, p 2.

ফাঁকটুকু (hiatus)*তে কিংবা অনুরূপভাবের স্বরান্তিক এক শব্দের শেষ এবং আদিস্বর সংযুক্ত পরবর্তী শব্দের মাঝখানে। বাংলায় দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভূত এ ধরনের শ্রুত স্বরধ্বনি এ তিনটি যথা—ই (j), য়(y)এবং 'ব'(w)।

বাংলায় একই শব্দান্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যে এবং এক শব্দের শেষ (word final) ও অন্য শব্দারম্ভের (Word Initial) মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভূত শ্রুত স্বরধ্বনি (vowel glide) প্রকৃতিগত দিক থেকে একই পর্যায়ের অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ শব্দের সামগ্রিক ছন্দোশ্রীগত তথা Prosodic. সেদিক থেকে j এবং y (prosody) সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুচ্ছ বা প্রবাহকে সামগ্রিকভাবে তালব্যীভূত (yotized) এবং w (prosody) ওষ্ঠ্যীভূত (labio-velarised) করে। একই শব্দের মধ্যবর্তী vowel glideএর কথা 'স্বরধ্বনি' এবং 'ধ্বনির ব্যবহার' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু চলিত বাংলায় প্রচলিত বিশ্বাস মতে সন্ধি হয় না বলে দুই শব্দের মধ্যবর্তী স্থানে এ শ্রুত স্বরধ্বনির উদ্ভব এবং ব্যবহার সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনো বিশদ আলোচনা হয় নি। এখানে সেই প্রয়াসই করা যাচ্ছে ঃ—

৩/৩ (ক) Word Final + Word Initial

(১) F + I = fi (Prosody)

ই $\overset{j}{+}$ ই = আমি ইসবগুল খাই, (আমিয়িসবগুল খাই)

ই $\overset{y}{+}$ এ = ভাই^{y}এসেছে, (ভাইয়েসেছে)

ই $\overset{y}{+}$ এ্যা = যাই^{y}এ্যাকবার, (যাইয়্যাকবার)

ই $\overset{y}{+}$ আ = কি^{y}আর বলি, ভাই^{y} আমার, (কিয়ার, ভাইয়ামার)

ই $\overset{w}{+}$ অ = ছি অমন করতে নেই, (ছিয়মন)

ই $\overset{w}{+}$ ও = বলি^{w}ওগো শুন্‌ছো, (বলিয়োগো)

ই $\overset{w}{+}$ উ = শুনি^{w}উনি এসেছেন। (শুনিয়ুনি)

* Hiatus involves the chest arrest of one vowel followed by the even or stopped release of the next, with a cessation of sound between the two vowels. ...A hiatus may be relieved by an intervocalic glide.
—Heffner, General Phonetics. P. 184.

(২) F+I=fi (Prosody)

এ $\overset{y}{+}$ ই = কাল এসে^{y}ইনি (এসেয়েনি) আজ চলে যাবেন,

এ $\overset{y}{+}$ এ = কে^{y}এলো (কেয়েলো), বলে^{y}এসেছি (বলেয়েসেছি),

এ $\overset{y}{+}$ এ্যা = হু঩ঁ, ছেলে^{y}এ্যাকটা (ছেলেয়্যাকটা)

এ $\overset{y}{+}$ আ = কে^{y}আবার (কেয়াবার)

এ $\overset{w}{+}$ অ = এ মেয়ে^{w}অমন নয় (মেয়েঅমন ইত্যাদি)

এ $\overset{w}{+}$ ও = কে^{w}ও ! (কেয়ো)

এ $\overset{w}{+}$ উ = কে^{w}উনি (কেয়ুনি)

(৩) *এ্যা $\overset{y}{+}$ ই = আমার কন্যা^{y}ইনি (কন্যায়িনি)

এ্যা $\overset{y}{+}$ এ = কন্যা^{y}এসেছে, (কন্যায়েসেছে)

এ্যা $\overset{y}{+}$ এ্যা = এমন বন্যা^{y}এ্যাকবার হয়েছে (বন্যায়্যাকবার)

এ্যা $\overset{y}{+}$ আ = কন্যা^{y}আমার (কন্যায়ামার)

এ্যা $\overset{w}{+}$ অ = বন্যা^{w}অমন দেখিনি (এ্যাঅ)

এ্যা $\overset{w}{+}$ ও = তোমার কন্যা^{w}ও নাকি (কন্যায়োনাকি)

এ্যা $\overset{w}{+}$ উ = আপনার কন্যা^{w}উনি (কন্যায়ুনি) ।

(৪) আ $\overset{y}{+}$ ই = একজন দাতা^{y}ইনি (দাতায়িনি)

আ $\overset{y}{+}$ এ = বাবা^{y}এসো (বাবায়েসো)

আ $\overset{y}{+}$ এ্যা = একদা^{y}এ্যাক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল (একদায়্যাক)

আ $\overset{y}{+}$ আ = মা^{y}আমার কত ভালোবাসেন আমায় (মায়ামার)

---

* চলিত উচ্চারণে শব্দশেষে 'এ্যা' স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ হয় না, কিন্তু আঞ্চলিক উচ্চারণে কন্যা, বন্যা প্রভৃতি শব্দে 'এ্যা'র উচ্চারণ পাওয়া যায়।

F + I = fi (Prosody)

আ + অ = না^{w}অমন করতে নেই (নাঅমন)

আ + ও = মা^{w}ও বাবা (মাওবাবা)। লা^{w}ওয়ারিশ (লাওয়ারিশ)

আ + উ = রাজা^{w}উজির (রাজাউজির)। ওলা^{w}উঠা (ওলাউঠা)।

(৫) *অ—

(৬) ও + ই = ডিরোজিও^{y}ইন্ধন যুগিয়েছিলেন (ডিরোজিওয়িন্ধন)

ও + এ = আচ্ছা, দিও^{w}এবার (দিওয়েবার)

ও + এ্যা = দিও^{w}এ্যাকটা (দিওয়্যাকটা)।

ও + আ = প্রিয়^{w}আমার (প্রিওয়ামার)

ও + অ = সেও^{w}অলস নয় (সেওঅলস নয় ইত্যাদি)

গানে— সকল অহঙ্কার, হে আমার ডুবাও চোখের জলে

= [সকলো^{y} অহঙ্কার, হেয়ামার] ইত্যাদি।

ও + ও = বলো^{w}ওগো বলো (বলোয়োগো ইত্যাদি)

ও + উ = বড়ো^{w}উপকার হয় (বড়োয়ুপকার ইত্যাদি)

(৭) উ + ই = বুলু^{y}ইরান গেছে (বুলুয়িরান ইত্যাদি)

উ + এ = বুলু^{w}এসেছে (বুলুয়েসেছে)

উ + এ্যা = টুনু^{w}এ্যাকটা বোকা মেয়ে (টুনুয়্যাকটা ইত্যাদি)

উ + আ = টুনু^{w}আমার কে (টুনুয়ামার ইত্যাদি)

উ + অ = বুলু^{w}অমন লোকই নয় (বুলু অমন ইত্যাদি)

উ + ও = কলু^{w}ওরা (কলুওরা)

উ + উ = বাজারে গরু^{w}উঠেছে (গরু উঠেছে)

---

* শব্দ শেষে 'অ' উচ্চারিত হয় না।

(৮) F + I = fi (prosody)

অর্ধস্বরধ্বনি ই, য় এবং ও ।

(ক) ই $\overset{j}{+}$ ই = দিই^{j}ইনাকে (দিইয়িনাকে)

ই $\overset{y}{+}$ এ = যাই^{y}এবার (যাইয়েবার)

ই $\overset{y}{+}$ এ্যা = যাই^{y}এ্যাকবার (যাইয়্যাকবার)

ই $\overset{y}{+}$ আ = ভাই^{y}আমার (ভাইয়ামার)

ই $\overset{w}{+}$ অ = ভাই^{w}অমন হয়না (ভাইয়্যমন ইত্যাদি)

ই $\overset{w}{+}$ ও = যাই^{w}ওগো যাই (যাইয়োগো ইত্যাদি)

ই $\overset{w}{+}$ উ = যাই^{w}উনার কাছে (যাইয়ুনার ইত্যাদি)।

(খ) য় $\overset{j}{+}$ ই = হয়^{j}ইস্তফা দাও, না হয় ভালো কাজ করো [হয়িস্তফা ইত্যাদি]

য় $\overset{y}{+}$ এ = জয়^{y}এবার জয় (জয়য়েবার জয়)

য় $\overset{y}{+}$ এ্যা = কয়^{y}এ্যাকটা (কয়্যাকটা)

য় $\overset{y}{+}$ আ = জয়^{y}আমার (জয়য়ামার)

য় $\overset{w}{+}$ অ = জয়^{w}অমন (জয়য়্যমন)

য় $\overset{w}{+}$ ও = যায়^{w}ওগো (যায়য়োগো)

য় $\overset{w}{+}$ উ = জয়^{w}উনার (জয়য়ুনার)

(গ) ও $\overset{y}{+}$ ই = দাও^{y}ইনাকে (দাওয়িনাকে)

ও $\overset{w}{+}$ এ = যাও^{w}এবার (যাওয়েবার)

ও $\overset{w}{+}$ এ্যা = দাও^{w}এ্যাকটা (দাওয়্যাকটা)

ও $\overset{w}{+}$ আ = যাও^{w}আবার (যাওয়াবার)

ও $\overset{w}{+}$ অ = যাও^{w}অমন ক'রোনা (যাওঅমন ক'রোনা)

F + I = fi (Prosody)

ও + ও = দাও^{w}ওকে (দাওওকে)

ও + উ = দাও^{w}উনাকে (দাওউনাকে)

উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে—

শব্দশেষের এবং শব্দারম্ভের

		F	+	I	= fi
(১)		ই	+	ই	} তে j (ই) শ্রুতি ;
	অর্ধস্বর	য়	+	ই	

(২) ই + এ, এ্যা, আ
এ + ই, এ, এ্যা, আ
এ্যা + ই, এ, এ্যা, আ
আ + ই, এ, এ্যা, আ
ও + ই
উ + ই
এবং অর্ধস্বর য় + এ, এ্যা, আ | তে 'য়' (y) শ্রুতি ;

(৩) ই + অ, ও, উ
এ + অ, ও, উ
এ্যা + অ, ও, উ
আ + অ, ও, উ
ও + এ, এ্যা, আ, অ, ও, উ
উ + এ, এ্যা, আ, অ, ও, উ
এবং অর্ধস্বর য় + অ, ও, উ | তে 'ব্' (w) শ্রুতির

সামগ্রিক সম্পদ (property) তথা prosodic গুণগত ছন্দোশ্রী অনুভব করা যায়।

৩/৩ (খ)

বাংলা সন্ধি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা হয়নি। তাছাড়া সংস্কৃতের মতো বাংলায় সন্ধিও হয় না ; যাওবা হয় তা লেখায় ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই। ফলে বাংলা সন্ধি সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কোনো কৌতূহল দেখা যায় না। অথচ

বাংলাতেও যে স্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধি অপরিচিত নয় ওপরের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হ'য়েছে বলে আশা করি। স্বতোৎসারিত ধ্বনির ধারাস্রোতে পাশাপাশি স্বরধ্বনিতে যেমন সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তন আসে শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের ব্যঞ্জন ধ্বনিতেও তেমনি তাদের প্রকৃতি অনুসারে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সমস্থানজাত Homorganic
ব্যঞ্জনধ্বনির বহির্বর্তী সন্ধি
Prosody of Junction : doubling বা দ্বিত্বীভবন।

শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সমস্থানজাত (Homorganic) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্বলাভ করে ; তবে একই শব্দের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর মতো এদের উচ্চারণ তেমন দৃঢ় (tense) এবং শক্তিসম্পন্ন (energetic) নয়।

সমস্থান জাত (Homorganic) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি

শব্দশেষ + শব্দারম্ভ ঃ বহির্বর্তী সন্ধি

F + I = (fi prosody : prosody of junction)

১। **স্বল্পপ্রাণ** অঘোষ + স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ঃ—

ক + ক—পাক করা = পাক্‌করা,

অবাক করলে = অবাক্‌করলে,

Prosoby of doubling
দ্বিত্বীভবন

চ + চ—পাঁচ চোর = পাঁচ্‌চোর,

ট + ট—আট টাকা = আট্‌টাকা,

ত + ত হাত তালি = হাত্‌তালি,

দাঁত তোলা = দাঁত্‌তোলা,

প + প—পাপ পুণ্য = পাপ্‌পুণ্য

রূপ পেতে চায় = রূপ্‌পেতে চায়

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

২। স্বল্পপ্রাণঘোষ+স্বল্পপ্রাণঘোষ ঃ—

(Prosody of doubling) দ্বিত্বীভবন

গ+গ—কোন্‌রাগ গাইবো = কোন রাগগাইবো

জ+জ—আজ যাবো = আজ্জাবো,

ড়*+ড—ষাঁড় ডাকা = ষাঁড্‌ডাকা,

দ+দ—বাদ দেওয়া = বাদ্‌দেওয়া,

ব+ব—সব বোন = সব্‌বোন

সব বাবা = সব্‌বাবা

৩। স্বল্পপ্রাণঅঘোষ+মহাপ্রাণঅঘোষ ঃ—

(Prosody of doubling) দ্বিত্বীভবন

ক+খ—পাক খাওয়া = পাক্‌খাওয়া,

চ+ছ—পাঁচ ছেলে = পাঁচ্‌ছেলে,

ট+ঠ—ঘাট ঠিক করা = ঘাট্‌ঠিক করা,

ত+থ—জাত থাকা = জাত্‌থাকা

প+ফ—ধূপ ফেলা = ধূপ্‌ফেলা

৪। স্বল্পপ্রাণঘোষ+মহাপ্রাণঘোষ ঃ—

(Prosody of doubling) দ্বিত্বীভবন

গ+ঘ—ও দাগ ঘুরে এসো = ওদাগ্‌ঘুরে এসো,

জ+ঝ—কাজ ঝুলে থাকা = কাজ্‌ঝুলে থাকা,

ড়*+ঢ—ভাঁড় ঢেকে দাও = ভাঁড্‌ঢেকে দাও,

দ+ধ—চাঁদ ধরা = চাঁদ্‌ধরা,

ব+ভ—হাব ভাব = হাব্‌ভাব।

ওপরের উদাহরণগুলোতে শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুলোর জন্যে তাদের উচ্চারকেরা মাত্র একবার পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এবং একবারই মুক্ত হয় অর্থাৎ ধ্বনি দুটো পৃথকভাবে গঠিত হয় না। তাদের একীভূত অবস্থায় প্রথমাংশ কিছুটা দীর্ঘীকৃত হয় এবং দ্বিতীয়াংশ দ্রুততর মুক্তিলাভ করে।

---

* ট-বর্গীয় স্পর্শধ্বনি 'ড' শব্দশেষে ব্যবহৃত হয় না—তার পরিবর্তে তাড়নজাত 'ড়' ধ্বনিটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দশেষের 'ড়' এর পরে 'ড' দিয়ে শব্দ আরম্ভ হ'লে পূর্ববর্তী ড়>ড হ'য়ে দ্বিত্ব লাভ করে।

F+I

৫ । মহাপ্রাণ অঘোষ+স্বল্পপ্রাণঅঘোষ ঃ—

(Prosody of doubling with lack of aspiration of the first Component)

(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

খ+ক—লাখ কথার এক কথা=লাক্‌কথার এককথা

ছ+চ—মাছ চাই=মাচ্‌চাই,

ঠ+ট—মাঠ টাকা দিয়ে কেনা=মাট্‌টাকা দিয়ে কেনা

থ+ত—রথ তলা=রত্‌তলা,

ফ+প—লাফ পাড়া=লাপ্‌পাড়া

৬ । মহাপ্রাণ অঘোষ+মহাপ্রাণঅঘোষ ঃ—

(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

খ+খ—সে তুমি লাখ খাও=সে তুমি লাক্‌খাও,

ছ+ছ—একটা গাছ ছিল=একটা গাচ্‌ছিল,

ঠ+ঠ—কাঠ ঠোকা=কাট্‌ঠোকা,

থ+থ—রথ থোওয়া=রত্‌থোওয়া,

ফ+ফ—কফ ফেলা=কপ্‌ফেলা

৭ । মহাপ্রাণঘোষ+মহাপ্রাণ অঘোষ ঃ—

(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

ঘ+খ—বাঘ খেয়ে ফেলেছে=বাগ্‌খেয়ে ফেলেছে

ঝ+ছ—মাঝ ছালা=মাজ্‌ ছালা,

ঢ+ঠ— ×

ধ+থ—দুধ থোওয়া=দুদ্*থোওয়া > দুত্‌থোয়া,

ভ+ফ—লাভ ফিরে পাওয়া=লাব্‌ফিরে পাওয়া,

৮ । মহাপ্রাণ ঘোষ+স্বল্পপ্রাণঘোষ ঃ—

(শব্দশেষের ধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

ঘ+গ—বাঘ গোঙাচ্ছে=বাগ্‌ গোঙাচ্ছে,

ঝ+জ—মাঝ জায়গা=মাজ্‌জায়গা

ঢ+ড— ×

ধ+দ—দুধ দই, দুধ দোওয়া=দুদ্‌দই, দুদ্‌দোওয়া

ভ+ব—লোভ বলে লোভ=লোব্‌বলে লোভ

---

* এখানে 'ধ' যে মহাপ্রাণতা হারিয়ে শুধু 'দ'তে পরিণত হয়েছে তা নয়, পরবর্তী অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে পরাগত সমীভবন (Regressive assimilation) অনুসারে তার ঘোষতাও হারিয়েছে।

F+I

৯। মহাপ্রাণঘোষ + মহাপ্রাণঘোষ ঃ—

(শব্দশেষের ব্যঞ্জনধ্বনিটির মহাপ্রাণহীনতা ও দ্বিত্বীভবন)

ঘ + ঘ—বাঘ ঘায়েল হয়েছে = বাগ্ ঘায়েল হয়েছে।

ঝ + ঝ—সাঁঝ ঝঞ্ঝা = সাঁজ্ ঝঞ্ঝা।

ঢ + ঢ— ×

ধ + ধ—দুধ ধার = দুদ্ধার।

ভ + ভ—লোভ ভোলা = লোব্ভোলা।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দশেষে এমনিতেই সম্পূর্ণ কি চারভাগের তিনভাগ মহাপ্রাণতা হারায়, কিন্তু উপরিউক্ত পরিবেশে এ ধ্বনিগুলো শুধু যে সম্পূর্ণরূপে তাদের মহাপ্রাণতাই হারায় তা নয় সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে দ্বিত্বলাভ করে। তবে এদের উচ্চারণ একই শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর তুলনায় তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক নয়।

১০। স্বল্পপ্রাণঅঘোষ + স্বল্পপ্রাণঘোষ ঃ—

Prosody of doubling & Regressive Voicing (দ্বিত্বী ও ঘোষী ভবন)

ক + গ—এক গলাপানি = এ্যাগ্ গলাপানি।

এক গাল হাসি = এ্যাগ্ গাল হাসি।

চ + জ—পাঁচ জন, পাঁচ জায়গা = পাজ্জন, পাঁজ্জায়গা

ট + ড—পেট ডাকা = পেড্ ডাকা

ত + দ—ভাত দাও = ভাদ্দাও

হাত দেখা = হাদ্দ্যাখা

জাত দেওয়া = জাদ্দ্যাওয়া

প + ব—বাপ বাপ = বাব্বাপ

বাপ বেটা = বাব্ব্যাটা

১১। স্বল্পপ্রাণ অঘোষ + মহাপ্রাণঘোষ ঃ—

Prosody of doubling & Regressive Voicing (দ্বিত্বী ও ঘোষী ভবন)

ক + ঘ—ডাক ঘর, এক ঘরে = ডাগ্ ঘর, এগ্ ঘরে

চ + ঝ—পাঁচ ঝাড় = পাঁজ্ ঝাড়

ট + ঢ—পেট ঢাকো = পেড্ ঢাকো

ত + ধ—হাত ধোওয়া = হাদ্ধোয়া

প + ভ—বাপ ভাই, পাপ ভয় = বাব্ভাই, পাব্ভয়

দশ ও একাদশ সংখ্যক উদাহরণে শব্দশেষের অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো তাদের সমস্থানজাত শব্দারম্ভের ধ্বনির সঙ্গে শুধু যে একীভূত ও দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে তা নয়, পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে তারাও ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এগুলো Regressive assimilation বা পরাগত সমীভবনের উদাহরণ।

F+I ঃ (বর্হিবর্তী সন্ধি)

১২। মহাপ্রাণ অঘোষ+স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ঃ—

খ+গ—এক লাখ্ গোনা=এক লাগ্‌গোনা

ছ+জ—মাছ্ যায়=মাজ্‌জায়

(স্বল্পপ্রাণতা, দ্বিত্ব, এবং পরাগত ঘোষীভবন)

ঠ+ড—ও মাঠ্ ডেকে নিয়েছে=ও মাড্‌ডেকে নিয়েছে

থ+দ—রথ্ দেখা, সাথ্ দেওয়া=রদ্দ্যাখা, সাদ্দ্যাওয়া

ফ+ব—শাফ্ বকা দেওয়া=শাব্বকা দেওয়া

১৩। মহাপ্রাণ অঘোষ+মহাপ্রাণ ঘোষ ঃ—

খ+ঘ>গ্‌ঘ—তোমার লাখ্ ঘড়ি থাক, তাতে আমার কি!

=তোমার লাগ্‌ঘড়ি থাক ইত্যাদি

ছ+ঝ>জ্‌ঝ—গাছ্ ঝেড়ে আম পাড়া=গাজ্‌ঝেড়ে আম পাড়া

(স্বল্পপ্রাণতা, দ্বিত্ব, এবং পরাগত ঘোষীভবন)

ঠ+ঢ>ড্‌ঢ—পিঠ্ ঢাকা=পিড্‌ঢাকা

থ+ধ>দ্ধ—পথ্ ধরে আসা=পদ্ধরে আসা,

সাথ্ ধরা=সাথ্‌ধরা

ফ+ভ>ব্‌ভ—হাফ্ ভালো=হাব্‌ভালো

ওপরের উদাহরণে শব্দশেষের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো একদিকে যেমন স্বল্পপ্রাণতা লাভ করেছে, তেমনি তাদের পরবর্তী শব্দারম্ভের সমস্থানজাত ধ্বনিগুলোর সমন্বয়ে দ্বিত্ব লাভ ক'রে ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এগুলোও বাংলায় Regressive assimilation বা পরাগত সমীভবনের উদাহরণ।

F + I

১৪। স্বল্পপ্রাণ ঘোষ + স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ঃ—

(Prosody of doubling and devoicing due to regressive assimilation)
(দ্বিত্ব ও পরাগত অঘোষীভবন)

গ + ক > ক্‌ক—রাগ করা = রাক্‌ করা
দাগ কাটা = দাক্‌ কাটা
জ + চ > চ্‌চ—আজ চলো = আচ্‌চলো
কাজ চালানো = কাচ্‌চালানো
ড + ট— ×
দ + ত > ত্‌ত—ছাদ তোলা = ছাত্‌তোলা
ব + প > প্‌প—ডুব পাড়া = ডুপ্‌পাড়া
সব পাওয়া = সপ্‌পাওয়া
'ভাব পেতে চায়
রূপের মাঝারে অঙ্গ' = ভাপ্‌পেতে ইত্যাদি
(রবীন্দ্রনাথ)

১৫। স্বল্পপ্রাণ ঘোষ + মহাপ্রাণ অঘোষ ঃ—

(Prosody of doubling and devoicing due to regressive assimilation)
(দ্বিত্ব ও পরাগত অঘোষীভবন)

গ + খ > ক্‌খ—ভোগ খাওয়া = ভোক্‌ খাওয়া
জ + ছ > চ্‌ছ—কাজ ছিল = কাচ্‌ছিল
ড + ঠ— ×
দ + থ > ত্‌থ—ছাদ থেকে পড়া = ছাতথেকে পড়া
ব + ফ > প্‌ফ—খুব ফেলানো = খুপ্‌ফেলানো

ওপরের উদাহরণগুলোতে সাধারণত দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণেই পরবর্তী অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী শব্দশেষের ধ্বনিগুলো অঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় কিংবা অঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হবার প্রবণতা দেখা যায়।

১৬। মহাপ্রাণ ঘোষ + স্বল্পপ্রাণ অঘোষ ঃ—

(Prosody of doubling de-aspiration, and devoicing due to regressive assimilation)
(দ্বিত্ব, স্বল্পপ্রাণতা এবং পরাগত অঘোষীভবন)

ঘ + ক > ক্‌ক—মেঘ করা = মেক্‌করা
ঝ + চ > চ্‌চ—মাঝ চালা = মাচ্‌চালা
ঢ + ট— ×
ধ + ত > ত্‌ত—দুধ তোলা = দুত্‌তোলা
ভ + প > প্‌প—লাভ পাওয়া = লাপ্‌পাওয়া

এ ধরনের উদাহরণে শব্দশেষের ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি প্রথমে মহাপ্রাণতা হারায়, তারপর দ্রুত উচ্চারণে পরবর্তী অঘোষধ্বনির প্রভাবে অঘোষতা ও দ্বিত্বলাভ করে। বাংলায় এগুলোও পরাগত সমীভবন (regressive assimilation) তথা সন্ধির দৃষ্টান্ত।

সমস্থানজাত তরলধ্বনি (Homorganic liquid sounds) /র+র/, /ল+ল/ এর দ্বিত্ব

১৭। শব্দশেষে ও শব্দারম্ভের সমস্থানজাত (homorganic) তরল ধ্বনি (১) কম্পনজাত 'র' এবং (২) পার্শ্বজাত 'ল'ও দ্বিত্বলাভ করে। তবে একই শব্দান্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত 'র' এবং 'ল'র মতো তাদের উচ্চারণ এ পরিবেশে তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক নয়। যেমন—

F+I

কম্পনজাত ঃ—র+র>র্র—তার রাগ নেই=তার্রাগ নেই,

চার রাত=চার্রাত।

পার্শ্বজাত ঃ— ল+ল>ল্ল—জ্বাল লাগা=জ্বাল্লাগা (তুলনীয়—ছর্রা, হর্রা, বোল্লা, কল্লা ইত্যাদি)

সমস্থানজাত উষ্ম (fricative) ধ্বনির দ্বিত্ব

১৮। বাংলার বিশিষ্ট শিস্ তথা উষ্মধ্বনি 'শ' ও শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভে দ্বিত্বলাভ করে। এরও উচ্চারণ অবশ্য এক শব্দ মধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত উষ্মধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দৃঢ়তাব্যঞ্জক। যেমন—

F+I

স+শ>শ্‌শ—মাস শেষ=মাশ্‌শেষ (উচ্চারণে)

হাঁস শীকার=হাঁস্‌শীকার (উচ্চারণে)

(উচ্চারণে) 'শ'

(তুলনীয়—বিশ্ব (বিশ্‌শো), আশ্বাস (আশ্‌শাস) ইত্যাদি।

F+I

সমস্থানজাত নাসিক্য (Homorganic nasals) ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব

১৯। দন্তমূলীয়—ন+ন>ন্ন—তার মান নাই=তার মান্নাই,

ওষ্ঠ্য—ম+ম>ম্ম—তার নরম মন=তার নরম্মোন

'কান্না', 'সম্মান' প্রভৃতি শব্দের 'ন্ন' কি 'ম্ম' এর অন্তর্বর্তী সন্ধির (Internal junction) তুলনায় শব্দশেষ এবং শব্দারম্ভের এ বহির্বর্তী সন্ধি (external junction)র উচ্চারণ কোমলতর এবং অপেক্ষাকৃত কমশক্তিসম্পন্ন।

২০। 'র' দন্তমূলীয় কম্পনজাত ধ্বনি আর 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' দন্তমূলীয় তালব্যধ্বনি। উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে তারা প্রায় সমস্থানজাত। সেজন্যে হাল আমলের চলতি উচ্চারণে শব্দমধ্যবর্তী 'র' তার পরস্থিত চ, ছ, জ এবং ঝ এর প্রভাবে যথাক্রমে 'চ' 'ছ' 'জ' এবং 'ঝ' এ পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে দ্বিত্ব লাভ করে যেমন—মরচে > মচ্চে, চর্চা > চচ্চা, মূর্ছা > মুচ্ছা, সূর্য > (উচ্চারণে) শুজ্জো কিংবা শুজ্জি, গরজন > গজ্জন, মর্জি > মজ্জি, নির্ঝর > নিজ্ঝর ইত্যাদি। বাংলায় এগুলোও পরাগত সন্ধির দৃষ্টান্ত। শব্দশেষের 'র'ও তেমনি শব্দারম্ভের 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ' এর প্রভাবে দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে পরবর্তী ধ্বনিতে পরিবর্তিত হ'য়ে গিয়ে দ্বিত্ব লাভ করে। যেমনঃ—

Heterorganic 'র' + 'চ' বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব

F + I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

র + চ > চ্চ—তার চেহারা > তাচ্চেহারা

র + ছ > চ্ছ—কার* ছেলে > কাচ্ছেলে

র + জ > জ্জ—পার জোয়ার > পাজ্জোয়ার

কার জন্যে, তার জন্যে = কাজ্জন্যে, তাজ্জন্যে,

র + ঝ > ঝ্ঝ—ঝর ঝর > ঝঝ্ঝর

কামের* ঝি = কামেজ্ঝি

২১। 'র' দন্তমূলীয় ধ্বনি আর ট-বর্গীয় ধ্বনিগুলোও দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ধ্বনি। সুতরাং সমস্থানজাত। সেজন্যে দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে শব্দশেষের 'র' শব্দারম্ভের 'ট', 'ঠ' এর প্রভাবে 'ট'এ এবং 'ড' ও 'ঢ' এর প্রভাবে 'ড'এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্বলাভ করে। যেমনঃ—

'র' + ট বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব

র + ট > ট্ট—কার টাকা, কার টোপ = কাট্টাকা, কাট্টোপ

র + ঠ > ট্ঠ—কার ঠিলি = কাট্ঠিলি

র + ড > ড্ড—মার ডাক, ঘোড়ার ডিম = মাড্ডাক, ঘোড়াড্ডিম

র + ঢ > ড্ঢ—তার ঢাকা যাওয়া হবেনা = তাড্ঢাকা যাওয়া হবেনা।

এগুলোও পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত।

---

*(শব্দশেষের 'ছ', 'ঝ' প্রভৃতি মহাপ্রাণধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ হয় দেখে শব্দারম্ভের 'ছ' ও 'ঝ' এর পূর্ববর্তী 'র' যথাক্রমে 'ঝ' এ পরিবর্তিত না হ'য়ে তাদের স্বল্পপ্রাণরূপ 'চ' এবং 'জ'এ পরিবর্তিত হয়।)

২২। হাল আমলে দন্তমূলীয় 'র' চল্‌তি ও ফ্যাসান উচ্চারণে শব্দমধ্যবর্তী

'র' এবং (Heterorganic) ত-বর্গীয় ধ্বনি : দ্বিত্বীভবন

ত-বর্গীয় 'ত' 'দ' এবং 'ন' এর সঙ্গে যথাক্রমে 'ত' ও 'দ' এবং 'ন'এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্বলাভ করে। যেমন—কর্তা > কর্ত্তা, ভর্তা > ভত্তা, শর্ত > শত্ত, করতেম > কত্তেম, ফুর্তি > ফুত্তি, মর্দা > মদ্দা, ঝর্ণা > ঝন্না, শিরনী > শিন্নী ইত্যাদি। শব্দশেষের 'র'ও তেমনি শব্দারম্ভের 'ত' ও 'থ' এর প্রভাবে 'ত'এ, 'দ' ও 'ধ' এর প্রভাবে 'দ'এ এবং 'ন' এর প্রভাবে 'ন'এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্বলাভ করে। যেমন :—

F+I : (বহির্বর্তী সন্ধি)

র + ত > ত্‌ত—ধর্ তাকে, মার্ তাকে, মার্ তো দেখি

= ধত্‌তাকে, মাত্‌তাকে, মাত্‌তো দেখি।

র + থ > ত্‌থ—কার্ থাল = কাত্‌থাল।

র + দ > দ্‌দ—কার্ দেওয়া, তার্ দেওয়া = কাদ্দেয়া, তাদ্দেয়া।

র + ধ > দ্‌ধ—কার্ ধান = কাদ্‌ধান।

র + ন > ন্‌ন—কার্ নৌকা = কান্নৌকা।

তার্ নাম = তান্নাম।

তোমার্ নাম কি = তোমান্নাম কি।

এ পরিবর্তন পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত।

২৩। তরলধ্বনি 'র' এবং 'ল' সমস্থান জাত। দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে

র + ল

শব্দশেষের 'র' সেজন্যে শব্দরম্ভের 'ল' এর প্রভাবে 'ল' এ পরিণত হয়ে পরাগত সমীভবনঘটিত দ্বিত্বলাভ করতে পারে। যেমন :—

র + ল > ল্‌ল—কার্ লাশ = কাল্লাশ

টাকার্ লোভ = টাকাল্লোভ

কার্ লেখা = কাল্লেখা

২৪। তরলধ্বনি 'র' এবং উষ্মধ্বনি 'শ' সমস্থানজাত। সেজন্যে ফ্যাশান কিংবা

র + শ, স

বিকৃত উচ্চারণে শব্দমধ্যবর্তী 'শ' এর প্রভাবে তার পূর্ববর্তী 'র' শ-এ পরিবর্তিত হবার দৃষ্টান্ত বাংলায় অমিল নয়। যেমন—দর্শন > দশ্‌শন,

ঘর্ষণ > ঘশ্‌শন (উচ্চারণে)। দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে শব্দ শেষের 'র'ও তেমনি শব্দারম্ভের 'শ' এর প্রভাবে 'শ্‌'এ পরিবর্তিত হ'য়ে পরাগত সমীভবনজনিত দ্বিত্বলাভ করে। যেমন—

র + শ > শ্‌শ—মার শালাকে = মাশ্‌শালাকে

ধর শালাকে = ধশ্‌শালাকে

চার শো = চাশ্‌শো।

শব্দ শেষের 'র' এর শব্দারম্ভের ক ও প বর্গীয় ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তন লাভ করার দৃষ্টান্ত তেমন পাওয়া যায় না। বিকৃত কি ফ্যাশান উচ্চারণের ফলে একই শব্দমধ্যবর্তী 'র' অবশ্য অনেক সময়ে তৎপরবর্তী 'ক' 'খ' এর প্রভাবে 'ক'এ, 'গ' 'ঘ' এর প্রভাবে 'গ'এ, 'প', 'ফ' এর প্রভাবে 'প'এ, 'ব', 'ভ' এর প্রভাবে 'ব'এ এবং 'ম' এর প্রভাবে 'ম'এ পরিবর্তিত হ'য়ে পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যেমন—তর্ক > তক্‌কো, মূর্খ > মুক্‌খ্‌, স্বর্গ > শগ্‌গো (উচ্চারণে), মহার্ঘ > মহাগ্‌ঘো, কর্পূর, > কপ্পূর, খর্পর > খপ্পর ; গর্ব > গব্‌বো, কোর্ফা > কোপ্‌ফা, গর্ভ > গব্‌ভো, কর্ম > কম্মো, ধর্ম > ধম্মো, মর্ম > মম্মো ইত্যাদি।

র + ক এবং প বর্গীয় ধ্বনি

২৫। শব্দারম্ভের 'চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলোর পূর্বে শব্দশেষের 'ত' বর্গীয় ধ্বনিগুলো দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে নিম্নলিখিতভাবে দ্বিত্বলাভ ক'রে পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ পরিবেশের দ্বিত্বপ্রাপ্ত উচ্চারণ তাদের এক শব্দমধ্যবর্তী দ্বিত্বপ্রাপ্ত ধ্বনিগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দৃঢ়তাব্যঞ্জক (energetic)

ভিন্নস্থানজাত (Heterorganic) 'ত' ও 'চ' বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব

F + I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত + চ > চ্‌চ—ভাত চাই = ভাচ্‌চাই, বাৎ চিত = বাচ্চিত।

ত + ছ > চ্‌ছ—হাত ছিল = হাচ্ছিল।

থ + চ > চ্‌ছ—সাথ চলা = সাচ্চলা, পথ চলা = পচ্চলা।

থ + ছ > চ্‌ছ—পথ ছাড়ো = পচ্‌ছাড়ো।

(শব্দশেষের অঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি তার মহাপ্রাণতা হারায় ব'লে থ' > ছ-তে পরিবর্তিত না হ'য়ে 'চ'এ পরিবর্তিত হয়েছে।)

F+I ঃ (বহির্বর্তী সন্ধি)

ত+জ>জ্জ—জাত যাওয়া=জাজ্জাওয়া (উচ্চারণে)

(তুং সৎজন=সজ্জন, তৎজন্য=তজ্জন্য)

রাত জাগা=রাজ্জাগা, নাত জামাই=নাজ্জামাই।

ত+ঝ>জ্ঝ—পাত ঝাড়া=পাজ্ঝাড়া

পরবর্তী ঘোষধ্বনি 'জ' ও 'ঝ' এর প্রভাবে পূর্ববর্তী 'ত' প্রথমে ঘোষ 'দ'এ এবং তারপরে 'জ'এ পরিবর্তিত হয়ে দ্বিত্বলাভ করেছে।

থ+জ>জ্জ—সাথ যাওয়া=শাজ্জাওয়া (উচ্চারণে)

থ+ঝ>জ্ঝ—লাথ ঝাড়া=লাজ্ঝাড়া

এখানে পরবর্তী ঘোষধ্বনি 'জ' ও 'ঝ' এর প্রভাবে পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি 'থ' ঘোষধ্বনি 'জ'এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্ব সৃষ্টি করেছে।

দ+চ>চ্‌চ—আমোদ চাই=আমোচ্চাই

দ+ছ>চ্‌ছ স্বাদ ছিল=শাচ্‌ছিলো (উচ্চারণে)

পরবর্তী অঘোষধ্বনি 'চ' ও 'ছ' এর প্রভাবে পূর্ববর্তী ঘোষধ্বনি 'দ' অঘোষধ্বনি 'চ'এ পরিবর্তিত হ'য়ে এখানে দ্বিত্ব ঘটিয়েছে।

দ+জ>জ্জ—খোদ জমিদার=খোজ্জমিদার

(তুং বদ্‌জাত>বজ্জাত)

দ+ঝ>জ্ঝ—ছাদ ঝুলছে=ছাজ্‌ঝুলছে।

ধ+চ>চ্চ—দুধ চাই=দুচ্‌চাই

ধ+ছ>চ্‌ছ—সাধ ছিল=শাচ্ছিলো,

অবোধ ছেলে=অবোচ্ছেলে

ধ+জ>জ্জ—সাধ জাগে=শাজ্জাগে।

ধ+ঝ>জ্ঝ—দুধ ঝরা=দুজ্‌ঝরা।

ধ+চ, ছ তে 'ধ' মহাপ্রাণতা ও ঘোষতা হারিয়ে স্বল্পপ্রাণতা লাভ ক'রে অঘোষ 'চ'এ পরিণত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে দ্বিত্বলাভ করেছে আর ধ+জ, ঝ তে 'ধ' শুধু মহাপ্রাণতা হারিয়ে 'জ'এ পরিবর্তিত হ'য়ে দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

২৬। শব্দশেষে 'চ' বর্গীয় ধ্বনির পরে শব্দারম্ভে 'শ' থাকলে উক্ত চ-বর্গীয় ধ্বনির উষ্মীভবন ঘটে, ফলে পরবর্তী উষ্মধ্বনি 'শ' এর সঙ্গে তার দ্বিত্ব হয়। যেমন :—

ভিন্নস্থানজাত (Heterorganic) 'চ' বর্গীয় ধ্বনি + উষ্ম 'শ'এর দ্বিত্ব

F + I : বহির্বর্তী সন্ধি

চ + শ > শ্‌শ—পাঁচ শ = পাঁশ্‌শো।

চ + স > শ্‌শ—পাঁচ সের = পাঁশ্‌শের,

পাঁচ সিকে = পাঁশ্‌শিকে

ছ + স > শ্‌শ—মাছ সাঁতার = মাশ্‌শাঁতার।

জ + শ > শ্‌শ—রাজ শ্যালক = রাশ্‌শ্যালক।

শব্দশেষের 'ত' এর পরের 'শ' দ্রুত উচ্চারণে সময়ে সময়ে তার পূর্ববর্তী 'ত'কে 'শ'এ পরিবর্তিত ক'রে তার দ্বিত্ব ঘটায়। এটিও পরাগত সমীভবনের দৃষ্টান্ত। যেমন :—

ভিন্নস্থানজাত (Heterorganic) ত + উষ্ম 'শ'এর দ্বিত্ব

সাত + শ = শাশ্‌শো (উচ্চারণে)

২৭। সমবর্গীয় নাসিক্য ও স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনির, অন্তর্বর্তী সন্ধি (Internal junction)র উচ্চারণ যেমন একাত্মক (compact) ও দৃঢ় (tense)—(তুলনীয় : বাঙ্‌লা, গুঞ্জন, কণ্টক, সন্তাপ, কম্প, গুম্ফ, গম্ভীর প্রভৃতি) শব্দের বহির্বর্তী (external junction) সন্ধিতে তাদের উচ্চারণ তেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক কিংবা শক্তিসঞ্জাত (energetic) নয় (তুলনীয়—মন দাও, পান চাই, কোন টাকা, আম বাগান ইত্যাদি)। পরবর্তী আলোচনায় এ মন্তব্য আরও সুস্পষ্ট হবে।

সমস্থানজাত নাসিক্য ও স্পর্শধ্বনির সন্ধি

F + I : বহির্বর্তী সন্ধি — তুলনীয় — অন্তর্বর্তী সন্ধি
(external junction)

ন্‌ + ত—কোন তার, ধান তোলা ,, (সন্তান, কিন্তু ইত্যাদি)

ন্‌ + থ—ধান থোওয়া, কোন থালা ,, (পন্থা, মন্থন ইত্যাদি)

ন্‌ + দ—মন দাও, পান দেওয়া ,, (মন্দা, মন্দির ইত্যাদি)

ন্‌ + ধ—কান ধরা, কোন ধান ,, (সন্ধ্যা, বন্ধ্যা ইত্যাদি)

আমন ধান

ন + ত বর্গীয় ধ্বনির সন্ধি

'ত', 'থ', 'দ', ও 'ধ', ত-বর্গীয় এ ধ্বনি কয়টি উচ্চারণ স্থানের দিক দিয়ে দন্ত্য, দন্তমূলীয় নয়, কিন্তু 'ন' দন্তমূলীয় ধ্বনি। সন্তান, কিন্তু প্রভৃতি শব্দের ন+ত এর অন্তর্বর্তী সন্ধিতে মূলধ্বনি 'ন' এর উচ্চারণ তার সহধ্বনি (allophonic) জাত দন্ত্যই, দন্তমূলীয় নয়। এ পরিবেশে তারা একত্রে গঠিত ও মুক্ত হয় দেখে 'ন্‌ত' এর উচ্চারণ এখানে দৃঢ় ও একাত্মতাপ্রাপ্ত কিন্তু তাদের বহির্বর্তী সন্ধিতে 'ন' দন্তমূলীয়ই, দন্ত্য নয়। সেখানে 'ন' এর পরে ত, থ, দ, ধ ধ্বনিগুলো স্বতন্ত্রভাবে গঠিত ও মুক্ত হয়। সেজন্যে এ বহির্বর্তী সন্ধিতে ন+ত এর উচ্চারণ তেমন দৃঢ়তানিষ্পন্ন হ'তে পারে না।

'ন' ও 'চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলো উচ্চারণের স্থানের দিক দিয়ে প্রায় সমস্থানজাত।

ন+চ বর্গীয় ধ্বনির সন্ধি

'ন' দন্তমূলীয় আর 'চ', 'ছ', 'জ', ঝ', দন্তমূলীয় তালব্য তথা প্রশস্ত দন্তমূলীয়। এ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিভের পাতা দন্তমূলে প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে দেখে বঞ্চনা, মাঞ্জা প্রভৃতি শব্দে পূর্ববর্তী 'ন' এর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সন্ধি স্থাপনের কালে উক্ত 'ন'কেও দন্তমূলীয় তালব্য 'ন' তথা 'ঞ' তে পরিণত করে। এ পরিবেশে আমরা দন্তমূলীয় মূলধ্বনি (Phoneme) 'ন' এর সহধ্বনি (allophone) 'ঞ'কে পাই। সেজন্যে কঞ্চি, বঞ্চনা প্রভৃতি শব্দে 'ন' এর সহধ্বনি তালব্য 'ঞ'র উচ্চারণও একাত্মতাপ্রাপ্ত এবং দৃঢ়। পান চাই, পান চিবোনো প্রভৃতি বহির্বর্তী সন্ধির কালে পরবর্তী শব্দের চ, ছ, জ, ঝ গঠিত হবার পরে পরেই পূর্ববর্তী 'ন' এর উচ্চারকেরা (জিহ্বাগ্রভাগ এবং দন্তমূল) স্থানচ্যুত হ'য়ে দ্রুত পরবর্তী ধ্বনি গঠনে অগ্রসর হয়। এ জন্যেই আমরা এ পরিবেশে তাদের কোমলতর উচ্চারণ অনুভব করি। নিম্নের উদাহরণগুলো বারংবার আওড়িয়ে এ মন্তব্য পরীক্ষা করা যেতে পারে—

F+I :	বহির্বর্তী সন্ধি —	তুলনীয় —	অন্তর্বর্তী সন্ধি
ন্‌+চ	—পান চাই, পান চিবোনো	,,	কঞ্চি, কাঞ্চন, বঞ্চনা
ন+ছ	—কোন ছালা, দিন ছিল	,,	বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত,
ন+জ	—জান যায়, মন জয় করা	,,	জঞ্জাল, সঞ্জাত
ন+ঝ	—ঝন ঝন, কান ঝাঁপি	,,	ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট

শব্দমধ্যবর্তী ট, ঠ, ড এবং ঢ এর পূর্বে দন্তমূলীয় মূলধ্বনি 'ন' এর সহধ্বনি দন্তমূলীয় মূর্ধন্য 'ণ'কে পাই। তার কারণ 'ট' বর্গীয় স্পর্শ-ধ্বনি কয়টিও দন্তমূলীয় মূর্ধন্যধ্বনি। একই শব্দে ন' এবং ট বর্গীয় ধ্বনি কয়টির অন্তর্বর্তী সন্ধিতে তারা একই সঙ্গে গঠিত ও মুক্ত হয় দেখে তাদের উচ্চারণও একাত্মতাপ্রাপ্ত এবং দৃঢ় কিন্তু বহির্বর্তী সন্ধিতে তারা পৃথকভাবে মুক্ত না হলেও পৃথকভাবে গঠিত হয় দেখে তাদের উচ্চারণও অন্তর্বর্তী সন্ধির তুলনায় কোমলতর। তুলনীয়ঃ—

ন+ট বর্গীয় ধ্বনির সন্ধি

F+I ঃ বহির্বর্তী সন্ধি	তুলনীয়	অন্তর্বর্তী সন্ধি
ন+ট—কোন টাকা, কেমন টাকা পাও	,,	কণ্টক, ঘণ্টা
ন+ঠ—বাগান ঠিকা নেওয়া	,,	কণ্ঠ, কাণ্ঠা
ন+ড–বাগান ডেকে নিয়েছি	,,	মণ্ডা, গুণ্ডা, ভণ্ডামি
ন+ঢ—কান ঢাকো		×

উচ্চারণের স্থানের দিক থেকে নাসিক্যধ্বনি 'ঙ' এবং ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলো একই স্থানভুক্ত অর্থাৎ পশ্চাত্তালুজাত। বহির্বর্তী সন্ধিতেও তারা স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয় না। তবু অন্তর্বর্তী সন্ধিতে তাদের উচ্চারণ যতটা দৃঢ় এবং একীভূত, বহির্বর্তী সন্ধিতে তেমন নয়, বরং কোমলতর। তুলনীয়ঃ—

পশ্চাত্তালুজাত ঙ+ক বর্গীয় স্পর্শধ্বনির সন্ধি

বহির্বর্তী সন্ধি	তুলনীয়	অন্তর্বর্তী সন্ধি
ঙ্+ক—রং করা, ঢঙ্ করা	,,	ঝঙ্কার, কঙ্কন
ঙ্+খ—রং খাওয়া	,,	শঙ্খ,
ঙ্+গ—রং গুলো	,,	রঙ্গ, সঙ্গ, মঙ্গল
ঙ্+ঘ—রং ঘোলা	,,	সঙ্ঘ

সমস্থানজাত 'ম' ও প-বর্গীয় ধ্বনির বহির্বর্তী সন্ধিঘটিত উচ্চারণ অন্তবর্তী সন্ধির তুলনায় কোমলতর।

ওষ্ঠ্য'ম'+'প' বর্গীয় স্পর্শধ্বনির সন্ধি

বহির্বর্তী সন্ধি	তুলনীয়	অন্তর্বর্তী সন্ধি
ম্+প—ঘুম পাওয়া, আম পাড়া	,,	কম্প, ঝম্প।
ম্+ফ—কদম ফুল, জাম ফুল	,,	গুম্ফ, লম্ফ।
ম্+ব—আম বাগান, ঘাম বেরুনো	,,	অম্বর, কম্বল।
ম্+ভ—কাম ভয়	,,	গম্ভীর।

সমস্থানজাত নাসিক্য-ব্যঞ্জন ও স্পর্শধ্বনির অন্তর্বর্তী সন্ধির তুলনায় বহির্বর্তী সন্ধির উচ্চারণ যে কোমলতর তা ফোনেটিক ল্যাবরেটরীতেও পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে। তুলনামূলক ভাবে অন্তর ও বহির্বর্তী সন্ধিঘটিত ধ্বনির মৌখিক কাইমোগ্রাফ ট্রেসিং নিলে দেখা যাবে অন্তর্বর্তী সন্ধির পরস্থিত স্বরধ্বনিটির তরঙ্গভঙ্গ (wave form) গভীর ও বিস্তৃততর। আপেক্ষিকভাবে এ ধরনের গভীর ও বিস্তৃতর তরঙ্গভঙ্গকে অন্তর্বর্তী সন্ধিঘটিত ধ্বনিগুলোর দৃঢ় ও জোরালো মুক্তির সঙ্গে মেলানো যায়।*

---

* দ্রষ্টব্য :—Hai, M. A., A Study of Nasals and Nasalization in Bengali, D. U. 1960. p 222.